সংবাদ

তারিখ 19 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

কুমিল্লা ভার্সিটি

ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ : আহত ১৫ ছাত্রাবাস ভাঙচুর

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বিকেলে অনার্স ১ম বর্ষের 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা নবীনদের স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। পরে ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত দুটি ছাত্রাবাস ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ২০/২৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়ে। রাবার বুলেট, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেলের আঘাতে ২ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে

কুমিল্লা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

কুমিল্লা : ভার্সিটি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বলে জানা গেছে। সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কুবি ক্যাম্পাস ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ছিল কুবিতে ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিন। দুপুর থেকেই নবীনদের স্বাগত জানাতে কুবির ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মাছুমসহ নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেয়। বিকেল ৪টার দিকে কুবি ছাত্রদলের সমন্বয়ক নুরুল আলম চৌধুরী নোমান দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে নবীনদের স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হলে কুবির ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বহিরাগতদের নিয়ে ছাত্রদলের মিছিলে হামলা চালায়। এ সময় উভয় দলে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে পুরো ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২০/২৫ রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়ে। সংঘর্ষে ২ পুলিশ সদস্যসহ উভয় দলের অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। পরে উত্তেজিত ছাত্রলীগ কর্মীরা কুবির ক্যাম্পাসের অদূরে সালমানপুর এলাকায় ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত দুটি ছাত্রাবাস ভাঙচুর করে। এ সময় গ্রামবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া করে। এ বিষয়ে সন্ধ্যায় কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাস ও এর আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টার পর থেকে পুলিশ প্রহরায় পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীদের নিরাপদে ক্যাম্পাস থেকে বের করে আনা হয়।